بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম’আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উবায়দা বিন জাররাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদের মসজিদ মোবারক হতে প্রদত্ত ২রা অক্টোবর ২০২০-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের মাঝে আজ যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। পূর্বে তাঁর নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দল্লাহ বিন জাররাহ। হযরত আবু উবায়দা নিজ উপনামে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ অথচ তাঁর বংশানুক্রম দাদা জাররাহ’র সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমায়মা বিনতে গানাম। তিনি কুরায়েশ বংশের বনু হারেস বিন ফেহ্ র গোত্রের সদস্য ছিলেন। কথিত আছে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন দীর্ঘকায় কিন্তু দেহ ছিল শীর্ণ এবং চেহারা ছিল স্বল্প-মাংসল। উহুদের যুদ্ধে তাঁর সম্মুখের দু’টি দাঁত মহানবী (সা.)-এর চোয়ালে গেঁথে যাওয়া হেলমেটের আংটা টেনে বের করতে গিয়ে ভেঙে যায়। তাঁর দাড়ি বেশি ঘন ছিল না তবে তিনি খেজাব তথা কলপ ব্যবহার করতেন। হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন তবে তাদের মাঝে কেবল দু’জন স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্ম হয়। তাঁর দু’জন পুত্র সন্তান ছিল যাদের মাঝে একজনের নাম ছিল ইয়াযিদ এবং অপরজনের নাম ছিল উমায়ের। হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঐ দশজন সাহাবীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন - যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) কুরায়েশের গুণী-মানী ও শালীন লোকদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি মুসলমানদের দ্বারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেকার কথা। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) ছিলেন নবম স্থানে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন আমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মতের আমিন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরেন এবং বলেন, **“হাযা আমিনু হাযিহিল উম্মাহ্”** তথা এই ব্যক্তি এই উম্মতের আমিন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর, ওমর, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস, মুআয বিন জাবাল এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ প্রমূ খ কতইনা উত্তম মানুষ! মোটকথা, মহানবী (সা.) তাঁদের প্রসংশা করেন। এটি এক বৈঠকের কথা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদাহরণ দিয়ে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করছেন। একদা হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) যদি তাঁর পর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাইতেন তবে কাকে বানাতেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বলেন, হযরত ওমর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত ওমর (রা.) -এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কে। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত।

হযরত আয়েশার (রা.) দৃষ্টিতে আবু উবাইদা (রা.) এর এতই উচ্চ মান ও মর্যাদা ছিল যে তিনি বলতেন হযরত উমরের (রা.) তিরোধানের পর আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে, তিনিই খলীফা হতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উমর (রা.) নিজের অন্তিম সময়ে বলেন, আজ হযরত আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে আমি

তাকেই খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যেতাম। তাকে কেন খলীফা মনোনয়ন করলে–এ মর্মে যদি আমার প্রভু আমাকে প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি বলতাম, আমি তোমার প্রিয় রসূল (সাঃ) এর নিকট থেকে শুনেছি, আবু উবাইদা (রা.) এই উম্মতের আমীন (অর্থাৎ বিশ্বস্ত)। এই কারণেই আমি তাকে খলীফা বানিয়েছি। যখন হযরত আবু উবাইদা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার পিতা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তিনি (রা.) হাবশাতে হিজরতকারী দলেও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রা.) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তাকে দেখে মহনবী (সাঃ) এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হযরত উমর (রা.) অগ্রসর হয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ বদর, উহুদ এবং অন্যা সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর বয়স ছিল ৪১ বছর। বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসেন এবং তার পিতা আব্দুল্লাহ্ কাফেরদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসে। পিতা পুত্র মুখোমুখী হন। পিতা যুদ্ধের সময় পুত্রকে লক্ষ্যস্থল বানাতে চাইল কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) হামলা এড়াতে থাকেন। হামলা কাটিয়ে যেতে লাগলেন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু পিতা পিছু ছাড়লো না। যখন তিনি দেখেন যে, এখন তো তিনি আমাকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তা কেবলমাত্র এ কারণে যে, আমি একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি বলেন, লেখা আছে, একত্ববাদের প্রেরণা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য পায় আর আব্দুল্লাহ্ তার নিজ পুত্রের হাতে মারা যায়- যখন সে পিছু ছাড়ছিল না তখন তার পিতা আব্দুল্লাহ্ নিজ পুত্র হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাতে নিহত হন। পরিশেষে তাকে বাধ্য হয়ে হত্যা করতে হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু ওবায়দা বিন জারাহ সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে অন্তভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.) এর কাছে অনড়-অবিচল ছিলেন অথচ অন্যরা দিগ্বিদিক ছুটছিল। ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল সেই চুক্তির দু'টি অনুলিপি প্রস্তত করা হয়; আর স্বাক্ষী হিসেবে উভয় পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তন্মধ্যে হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)ও ছিলেন।

মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.)-কে বেশ কয়েকটি 'সারায়া'-তে (এটি সারিয়া শব্দের বহুবচন অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে) পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি ছিল যাতুস্ সালাসিল। কারো কারো মতে আট হিজরী আবার কারো কারো মতে সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ পান যে, বনু খোযাআ গোত্রের লোকেরা মদিনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি (সা.) হযরত আমর বিন আসকে তিনশত মুহাজের ও আনসারের সাথে তাদের কে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন যাদের সাথে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। এই জায়গাটি মদিনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত আমর বিন আস বনু কুযাআর অঞ্চলে পৌঁছে সেখান থেকে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি তাই বাড়তি সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি (সা.) সংবাদ পাওয়ামাত্র দুই শত মুহাজের ও আনসারের সমন্বয়ে একটি দল হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহর নেতৃত্বে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন যে, আমরের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর কোন মতবিরোধ করবে না অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে যেন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

হযরত আবু উবায়দা যদিও মর্যদার দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের অধিক যোগ্য ছিলেন কিন্তু হযরত আমর বিন আস যখন দৃঢ়তার সাথে বললেন যে, আমিই পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিব তখন হযরত আবু উবায়দা সানন্দচিত্তে তার নেতৃত্বকে মেনে নেন। কেননা, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশও ছিল যে, মতবিরোধ করবে না। তিনি তার নেতৃত্বে অত্যন্ত বিরত্বের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এমনকি শত্রুরা পরাজিত হয়। বিজয় লাভের পর যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর আনুগত্যের উপমা শুনে বলেন, 'রাহেমাহুল্লাহু আবা উবায়দা' অর্থাৎ আবু উবায়দার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক কেননা, সে আনুগত্যের এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এই 'সীফুল বাহার' অভিযান সম্পর্কে নিজ শারাহ্তে (অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যায়) লিখেন, (সীফুল বাহার সেটিই যাকে খাবাতও বলা হয়) হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) এ অভিযানের আমীর ছিলেন। ইবনে সা'দ সারিয়্যাতুল খাবাত শিরোনামে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে

ধরেছেন। খাব্ত শব্দের অর্থ গাছের পাতা। পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ায় কারণে মুজাহিদদের গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। ইবনে সা'দ বলেন এটি সংঘটিত হয়েছে অষ্টম হিজরীর রজব মাসে। এযুগ হুদাইবিয়ার সন্ধির যুগ ছিল। মহানবী (সা.) বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছেন এবং সতর্কতামূলকভাবে উল্লেখিত নিরাপত্তাবাহিনী লোহিত সাগর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছিল নিরাপত্তার দৃষ্টি কোন থেকে যাতে সিরিয়া ফেরত কুরাইশ কাফেলার সাথে সংঘর্ষ না হয়। সিরিয়া থেকে কুরাইশের যে বানিজ্য কাফেলা আসছিল সেটির সাথে যেন কোন ধরণের সংঘর্ষ না হয় আর কুরাইশরা যেন চুক্তি ভঙ্গের কোন অজুহাত পেয়ে না যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আসেন আর মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) কে সেনাবাহিনীর একাংশে এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে অপরদিকে নিযুক্ত করেন আর হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে পদাতিক বাহিনী এবং উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের সর্দার নিযুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহারাইনের অধিবাসীদের সাথে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করেছিলেন এবং হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায় দা (রা.) কে সেখানে জিযিয়া সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন জিযিয়া নিয়ে ফিরে আসেন এবং মানুষ যখন তার ফিরে আসার সংবাদ পায় তখন সবাই ভোরে ফজরের নামায রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছনে পড়ে। মহানবী (সা.) নামায পড়িয়ে পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে পান এবং মুচকি হেসে বলেন, মনে হচ্ছে তোমরা জেনে গেছ যে, আবু ওবায়দা কিছু নিয়ে এসেছে। লোকেরা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, অতএব তোমরা আনন্দিত হও এবং তোমাদের জন্য যা উত্তম সেটির প্রত্যাশা কর। আমি তোমাদের দারিদ্রতার ভয় করি না। বরং আমার আশংকা হলো, কোথাও এমন যেন না হয় যে তোমাদের জাগতিক প্রাচুর্য লাভ হবে আর এরপর তোমরা প্রতিযোগীতামূলকভাবে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং এ সতর্কবাণী প্রত্যেককে নিজের সামনে রাখতে হবে। এটিকে দৃষ্টিপটে না রাখার কারণে আজ আমরা দেখছি, অধিকাংশ মুসলমান যাদের কাছে টাকা আসে, যাদের মধ্যে আমাদের নেতারাও অন্তর্ভূক্ত; তারা এ লোভ লালসার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তাদের পার্থিব লোভলিপ্সা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেছে। অতএব, এদিক থেকে আমাদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধন-সম্পদ আসবে কিন্তু এ প্রাচুর্যের কারণে আমরা যেন কখনো নিজেদের ধর্মকে ভুলে না যাই।

হযরত আবু বকর (রা.) দৃষ্টিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মর্যাদা এটি ছিল অর্থাৎ তার নাম তিনি খিলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন। হযরত উমর (রা.)ও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছেন যে, যদি আবু উবায়দা জীবিত থাকতেন তাহলে আমি পরবর্তী খলীফা হিসেবে তারই নাম প্রস্তাব করতাম, কেননা মহানবী (সা.)-এর ফরমান অনুসারে তিনি ছিলেন তাঁর (সা.) উম্মতের 'আমীন'।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন তিনি বায়তুল মালের দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন। ১৩ হিজরী সনে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সর্ব প্রথম সিরিয়ার 'মাআব' শহর জয় করেন । সেখানকার সদস্যরা জিযিয়া কর দেয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। এরপর তিনি 'জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, রোমানদের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আরো সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানান। হযরত আবু বকর (রা.) তখন ইরাক অভিযানে নিয়োজিত হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেন, তুমি অর্ধেক সৈন্য হযরত মুসাননা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দার সাহায্যার্থে পৌছ। সেইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্রে এ বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমি খালেদকে আমীর নিযুক্ত করেছি আর আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, তুমি তার চেয়ে শ্রেয় এবং উত্তম।

আবু উবায়দা এটিকে জয় করার এক নতুন কৌশল বের করেন। তিনি এক রাতে ময়দানে অনেক গর্ত বা সুরঙ্গ খোঁড়ান এবং সেগুলোকে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন। সকালে অবরোধ তুলে নিয়ে হিমস-এর দিকে যাত্রা করেন। এটিই প্রকাশ করেন যে আমরা ফিরে যাচ্ছি আর অবরোধ তুলে নেন। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়ার পর পুরো বাহিনী ফিরে যায়। শহরবাসী এবং শহরে উপস্থিত সৈন্যরা অবরোধ উঠে যেতে দেখে আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চিন্তে শহরের দ্বার সমূহ খুলে দেয়। অপর দিকে হযরত আবু উবায়দা রাতারাতি আঁধারে

নিজ বাহিনীসহ ফিরে আসেন এবং গুহা সদৃশ সেসব গর্তে আত্মগোপন করেন। অর্থাৎ যেসব গুহা বা সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন, অথবা ট্রেঞ্চ বানিয়েছিলে, সেগুলোতে লুকিয়ে পড়েন। প্রভাতে নগরীর দ্বারসমূহ খোলা হলে তিনি অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নেন। বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে হবে। খোতবা জুমুআর শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও আজকাল অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মৌলভী এবং সরকারী আমলাদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেখানে পুনরায় প্রচণ্ড বিরোধিতার ঢেউ উঠেছে। আইনের ধারকগণ ন্যায়-বিচার করছে না– শুধু তা-ই নয়, বরং এটিকে পদপিষ্ট করছে আর মৌলভীরা যা বলে তারই অনুসরণ করছে। আমার মনে হয় নিজ প্রাণ রক্ষার্থে তারা এমন করছে তারা হয়ত ভাবছে যে, এভাবে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে। এটি তাদের ভুল। এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, এটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা পূর্বেও এসব কষ্টের যুগ পার করেছি। এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে পার করব, কিন্তু তাদের এসব অপকর্ম থেকে তারা যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই আহমদীরা আজকাল অনেক বেশি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এসব কষ্ট দূর করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন, বিশেষত পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীগণ এবং বহির্বিশ্বে বসবাসকারী এমন আহমদীরা যারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন দ্রুত আসে আর সেখানে বসবাসকারী আহমদীরা এসব বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 2 October 2020

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To ....
....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B